৪। শ্যামদেশ ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে দ্বীপময় শ্যামদেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের সূত্রটি কীভাবে আবিষ্কার করেছিলেন উদাহরণসহ লেখো।

অথবা

৫। শ্যামদেশ ভ্রমণ পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন সেখানে সমকালীন রবীন্দ্রমানস কীভাবে ধরা পড়েছিল-কবিতা অবলম্বনে তার পরিচয় দাও।

৬। আকৈশোর চীন দেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আবেগ থাকলেও পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন চীনে গিয়েছিলেন তখন সেখানে বিবিধ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে সেখানে বিতর্কের কারণ কী-যুক্তিসহ আলোচনা করো।

৭। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথকে জাপান কীভাবে গ্রহণ করেছিল? রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে পরবর্তীকালে ভারত-জাপান মৈত্রীর সেতু কীভাবে গড়ে উঠেছিল ব্যাখ্যা করো।

কলাস্নাতকোত্তর অন্ত্য সেমেস্টার পরীক্ষা, ২০২৩

(দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সেমেস্টার)

বাংলা

কোর্স : পি.জি. ৩.৫৫বি (ঐচ্ছিক)

রবীন্দ্রমনন ও বিভিন্ন সংস্কৃতি

সময় : দু ঘণ্টা পূর্ণমান : ৩০

যে কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রশ্নগুলি সমমানের। ১০x৩=৩০

১। ১৯০৮ সালে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমাকে লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে আমি আজ পর্যন্ত গীতা শেষ অবধি ভাল করে তলিয়ে পড়িনি—দু-তিনবার আরম্ভ করেছিলুম কিন্তু বাধা পেয়ে শেষ করতে পারিনি।" এই লেখায় 'বাধা পেয়ে' শব্দবন্ধের তাৎপর্য কী বলে তোমার মনে হয়? কীসের 'বাধা'র কথা বলছেন তিনি? বুঝিয়ে লেখো।

অথবা

২। 'সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে-সেটি ওই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি'। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'প্রার্থনা' নামের লেখাটিতে কোন প্রার্থনা মন্ত্রের প্রসঙ্গে এ কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? এই বাক্যে 'অভ্রভেদী অটলতা' আর 'মধুর ফুল'-এর পরস্পরবিরোধী অবস্থানের তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখো।

৩। বিভিন্ন সময়ে ইউরোপ-ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যেসব ভ্রমণ বিবরণ লিখেছিলেন সেখানে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির যেভাবে তুলনা করেছেন তা তোমার নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লেখো।